26

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...26 APR. 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩.....

শিক্ষকরা নোট কিনতে উৎসাহিত করেন

নিষিদ্ধ নোট বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নোয়াখালী।– নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট বই অরাধে মুদ্রণ ও বিক্রির কারণে নোয়াখালীসহ সারাদেশের হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর মেধা দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে গুটি কয়েক প্রকাশক কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাচ্ছে।

১৯৮০ সালে সরকার এক আইনে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিক্রি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই আইন ভঙ্গকারীদের ৭ বছর কারাদন্ড ও জরিমানার বিধান করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের গাফেলতি এবং এক অদৃশ্য কারণে প্রকাশকরা উক্ত আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে অহরহ নোট বই ছাপিয়ে বাজারে বিক্রি করছে। এতে প্রকাশকরা লাখ লাখ টাকা মুনাফা করছে।

নোয়াখালী জেলার সর্বত্র অধিকাংশ লাইব্রেরীতে বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'রেখা প্রকাশনী' ও 'মিনার প্রকাশনী'র প্রকাশনার সব বিষয়ের নোট বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারী '৯৭ সালে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় জনৈক সদস্য নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট অবাধে মুদ্রণ ও বিক্রি বিষয়ে প্রশ্ন রাখলে সভায় এই বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেগমগঞ্জ থানা নির্বাহী অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত থানা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সম্প্রতি এই সংবাদদাতা এবং অন্য দুইটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদদাতা ভিন্ন পরিচয়ে চৌমুহনীর বেশ কয়েকটি প্রেস এবং লাইব্রেরীতে গিয়ে অবাধে নিষিদ্ধ নোট বই মুদ্রণ ও বিক্রি করতে দেখেছেন। এই বিষয়ে ২/১ জন লাইব্রেরী মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, এসব নোট বই মুদ্রণ ও বিক্রির জন্য বিভিন্ন স্তরে লাখ লাখ টাকার চুক্তি করা হয়। ফলে, কোন সময়ে তাদের অসুবিধায় পড়তে হয় না।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, ১৯৯২ সালে পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এক আদেশে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজীর নোট বই প্রকাশ করার অনুমতি দিলেও উক্ত ক্লাসগুলির অন্য সব বইয়ের নোটও বেআইনীভাবে মুদ্রণ ও বিক্রি করা হচ্ছে অবাধে। বেশ কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক কর্তৃক নোট দেয়ার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ স্কুলে তা না করে নোট বই কিনতে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

চোরাচালান রোধে ত্রিপুরায় সীমান্তে ১৪৪ ধারা জারী

আগরতলা, এপ্রিল (পিটিআই)।– ত্রিপুরার ধালাই জেলার গান্দাছেড়া মহকুমার ভারত-বাংলা সীমান্তের তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৪৪ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে চোরাচালান প্রতিরোধ এবং অন্যান্য সীমান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। আগামী ২২ মে পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে।